১৫ নভেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত রিজেন্ট বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় অনুমোদিত নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কাউন্সিল/ছাত্র পরিষদ গঠনতন্ত্র ঃ

ভূমিকা ঃ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, দেশ সেবার সর্বোত্তম উপায় রাজনীতি। স্বাধীনতা উত্তরকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, ছাত্রসহ সর্বমহলে দেশ সেবার এ সর্বোত্তম উপায়ের অপচর্চার কারণে অনেক রক্তপাত হয়েছে। অনেক মা-বাবা তাদের সন্তানকে হারিয়েছে অকালে। কোমলমতি ছাত্রসমাজকে লোভের বশবর্তী করে রাজনৈতিক হীন স্বার্থে ব্যবহার করে অনেক মেধাবীকে সন্ত্রাসী তৈরি করা হয়েছে। শৈশব ও কৈশরের লালিত স্বপ্নকে অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভ দেখিয়ে বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করে। আশংকা যে, তাদের সন্তানকে ফিরে পাবেতো? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির এ অপচর্চা সর্বমহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাবও জোরে শোরে উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে কি হবে না এটা রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বিষয়। তবে নব প্রতিষ্ঠিত নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমহলের অভিপ্রায় এখানে সকল ধরণের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকুক। তারই ধারাবাহিকতায় ছাত্রছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিজেন্ট বোর্ডের প্রথম সভায় ছাত্র রাজনীতিসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধরণের রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত করার জন্য সকল ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রসমাজের বিভিন্ন সময়ের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য বৈধভাবে যাতে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে পারে বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে যাতে ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের জন্য সৃজনশীল কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে সে জন্য ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিত্বশীল অরাজনৈতিক ফোরামের অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এ অরাজনৈতিক ফোরাম কি উদ্দেশ্যে কি প্রক্রিয়ায় কি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে তারই সমুদয় নিয়মাবলী এ গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১. সংজ্ঞা ঃ

স্টুডেন্ট কাউন্সিল/ছাত্র পরিষদ ঃ স্টুডেন্ট কাউন্সিল/ছাত্র পরিষদ বলতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্ট কাউন্সিল/ছাত্র পরিষদ বোঝাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি) বোঝাবে।

ছাত্র ঃ ছাত্র বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পাওনা পরিশোধকারী নিবন্ধিত সকল ছাত্রছাত্রী।

গঠনতন্ত্র ঃ গঠনতন্ত্র বলতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কাউন্সিল/ছাত্র পরিষদের নিয়মাবলীকে বুঝাবে।

মেয়াদকাল ঃ মেয়াদকাল বলতে স্টুডেন্ট কাউন্সিলের/ছাত্র পরিষদের মেয়াদকাল বুঝাবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক. বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা।
খ. সে লক্ষ্যে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট থাকা।
গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সকল বিভাগে ছাত্রদের সঙ্গে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তৈরি করতে সচেষ্ট থাকা।
ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এলাকাবাসীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা।
ঙ. ছাত্রদের সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল এবং দেশের সেবা করার যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকা।
চ. বিশ্ববিদ্যালয়ের মান মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
ছ. দেশজ/লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সবার উপরে স্থান দিয়ে জাতীয় উৎসবগুলোকে যথাযথভাবে পালন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা।
জ. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্রসমাজকে শিক্ষা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ লক্ষ্যে নানা সময়ে শিক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নেয়া।
ঝ. ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া বিষয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করা।

ঞ. বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন দলীয় রাজনৈতিক চর্চা যাতে না হতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।

ট. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকলের সঙ্গে ছাত্রদের যেন কোনরূপ শূন্যতা সৃষ্টি না হতে পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকা।

ঠ. ছাত্রসমাজের মধ্যে মুক্ত চিন্ড়ার বিকাশ ঘটানো এবং মানবতার ভিত্তি গড়ে তোলা।

ড. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বসবাসের সুন্দর পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসন তথা শিক্ষকসমাজকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা।

৩. স্টুডেন্ট কাউন্সিলের কার্যাবলী ঃ

ক. ছাত্রদের মাঝে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার অনুশীলনের মাধ্যমে বিকাশের সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. বিভিন্ন খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ উপযুক্ত মর্যাদাসহকারে জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক গুর"ত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা।

গ. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাহিত্য সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মকা"ে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সৌহার্দ্য ও যোগাযোগ সৃষ্টির মানসে সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

ঙ. আন্ড়ঃবিশ্ববিদ্যালয় স্ড়রে জাতীয় বেতার, টেলিভিশন বিতর্ক এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।

চ. গরিব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধাদানে সাধ্যমত সাহায্য করার ব্যবস্থা করা।

ছ. স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে প্রজ্ঞাভিত্তিক সমাজ সেবা এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

জ. প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিকদের অবদানের জন্য তাদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা (বিশেষ করে জাতীয়ভাবে যে সব বার্ষিকী পালন করা হয়)।

ঝ. বিভিন্ন সময় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, অন্ড়তঃপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় করা।

ঞ. দেশের নানা দুর্যোগময় মুহূর্তে ছাত্রদের সংগঠিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংগঠিত করা ও পরিচালনা করা। এছাড়া স্বেচ্ছায় রক্তদান, মরণোত্তর চক্ষুদান এবং বৃক্ষরোপন জাতীয় সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ট. নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশগ্রহণে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা।

ঠ. ছাত্রদের মাঝে মেধা ও জ্ঞানভিত্তিক অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্মকা"কে উৎসাহিত ও সমন্বয় করা।

৪. স্টুডেন্ট কাউন্সিলের গঠন ঃ

উপদেষ্টা = ১ জন (উপাচার্যের পক্ষে পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাউন্সিলের উপদেষ্টা থাকবেন তবে তাঁর কাজের সুবিধার জন্য তিনি সহকারী প্রক্টরদের কাজে লাগাতে পারবেন)।

আহ্বায়ক = ১ জন (চতুর্থ বর্ষ/জ্যেষ্ঠতম ব্যাচ থেকে)।

সদস্য-সচিব = ১ জন (তৃতীয়/দ্বিতীয় বর্ষ থেকে)।

সদস্য = ১৮ জন (সর্বোচ্চ)।

৫. সদস্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া ঃ

প্রতি বছরের YGPA এর ভিত্তিতে সদস্য মনোনয়ন করা হবে। অর্ডিনেন্সে বর্ণিত সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রতি ব্যাচ থেকে সর্বোচ্চ YGPA প্রাপ্ত তিনজন ছাত্রের নাম প্রক্টর দপ্তরে পাঠাবেন। সকল বিভাগ থেকে ছাত্রদের নাম পেলে প্রক্টর প্রতি ব্যাচের প্রথম সর্বোচ্চ YGPA প্রাপ্ত ছাত্রদের নিয়ে কাউন্সিল গঠন করবেন। যদি কেউ কাউন্সিলে আসতে অসম্মতি জানায় তাহলে পরবর্তী YGPA প্রাপ্ত ছাত্রকে মনোনয়ন দেবেন। পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নতুন কমিটি কার্যভার গ্রহণ করবেন।

বিভাগের সংখ্যা ৬ এর অধিক হলে প্রতি বিভাগের চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ YGPA এর ভিত্তিতে সংশি-ষ্ট বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচ থেকে সর্বোচ্চ দুই জন মনোনয়ন দিয়ে প্রক্টর বরাবর নাম পাঠাবেন। এ ব্যবস্থা সর্বোচ্চ ৯টি বিভাগ পর্যন্ড় কার্যকর থাকবে। বিভাগের সংখ্যা দশের অধিক হলে পরিস্থিতি বিবেচনায় এই ধারায় বর্ণিত সদস্য সংখ্যা পরিবর্তনযোগ্য হবে। তবে উলে-খ থাকে যে, একজন ছাত্র দুইবারের বেশী কাউন্সিলে থাকতে পারবে না। পূর্বের কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব পদাধিকারবলে পরবর্তী কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন।

৬. <u>আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব মনোনয়ন ঃ</u>

আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব বিভাগের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে মনোনীত হবেন। জ্যেষ্ঠতম ব্যাচের একজন সদস্য আহ্বায়ক মনোনীত হবেন। পরবর্তী দুই ব্যাচের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সদস্য-সচিব মনোনীত হবেন। সদস্য-সচিব মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে আদ্যক্ষর অনুযায়ী বিভাগ মনোনয়ন করা হবে। পরবর্তীতে ঐ বিভাগের দু'জনের মধ্যে যে কোন একজন সদস্য-সচিব মনোনীত হবেন। সদস্য-সচিবের মনোনয়নের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে উপদেষ্টা রুলিং দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সহযোগিতা নিতে পারবেন। বিভাগের সংখ্যা বাড়লে এ জটিলতা নিরসন হবে। নতুন কোন বিভাগ চালু হলে বিভাগের নামের আদ্যক্ষর যে ক্রমেই পড়ুক না কেন সেই বিভাগ পুরাতন বিভাগের পরবর্তী ক্রমে চলে যাবে।

৭. <u>মেয়াদকাল ঃ</u>

কাউন্সিলের মেয়াদকাল হবে দুই টার্ম বা এক বছর। তবে নতুন কমিটির নিকট কার্যভার হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত তারা কাজ করবেন যাতে শূন্যতা সৃষ্টি না হয়।

৮. <u>উপদেষ্টার দায়িত্ব ঃ</u>

ক. উপদেষ্টা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
খ. কাউন্সিলকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও উপদেশ দেবেন।
গ. তিনি হল প্রভোস্ট এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের সাথে সমন্বয়সাধন করে স্টুডেন্ট কাউন্সিলকে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করবেন।
ঘ. ছাত্রদের সকল যুক্তিসঙ্গত দাবি ও প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করবেন এবং লিয়াজোঁ রক্ষা করবেন।
ঙ. স্টুডেন্ট কাউন্সিল গৃহীত কার্যক্রমে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব তিনি বহন করবেন এবং তার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক লেনদেন ও হিসাব সম্পন্ন করতে হবে।

৯. <u>আহ্বায়কের দায়িত্ব ঃ</u>

ক. কাউন্সিলের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন এবং তিনিই কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ. উপদেষ্টার অনুপস্থিতিতে তিনি কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

১০. <u>সদস্য-সচিবের দায়িত্ব ঃ</u>

ক. কাউন্সিলের পক্ষে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
খ. উপদেষ্টা অনুমতিক্রমে কাউন্সিলের সভা আহ্বান করবেন।
গ. সকল সভার সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করবেন।
ঘ. আহ্বায়ক ও অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব সমন্বয় করবেন।
ঙ. তিনি বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশ করবেন।
চ. তিনি উপদেষ্টা অনুমতিক্রমে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবেন।
ছ. উপদেষ্টা/আহ্বায়কের অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন।
জ. সকল সভা পরিচালনা করবেন।

১১. <u>সদস্যদের দায়িত্ব ঃ</u>

ক. কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি তা যথাযথভাবে পালন করবেন।
খ. প্রয়োজনে সবার সম্মতিক্রমে সভার সভাপতিত্বে দায়িত্ব পালন করবেন।
গ. কাউন্সিলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

১২. <u>সভা আহ্বান ঃ</u>

ক. কাউন্সিলের কর্মকা"কে সচল রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সামগ্রিক একাডেমিক কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংশি-ষ্ট এবং শিক্ষা সংক্রান্ড় বিষয়াদি আলোচনার জন্য প্রতিমাসে অন্ড়তঃ একবার কাউন্সিলের সভা আহ্বান করবে।

খ. ন্যূনপক্ষে অর্ধেক সদস্যদের উপস্থিত হলেই কোরাম পূর্ণ হবে।

গ. কমপক্ষে তিন দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করা যাবে। জর"রী ক্ষেত্রে সময়ের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও চলবে।

১৩. সাধারণ সভা ঃ

ক. বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে।

১৪. কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলা ঃ

কাউন্সিলের আহ্বায়ক, সদস্য-সচিবসহ যে কোন সদস্যের বির"দ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হলে কাউন্সিলের সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন হতে পারে। সর্বসম্মতিক্রমে এসব সিদ্ধান্ড় নেয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ নির"ৎসাহিত করতে হবে।

১৫. গঠনতন্ত্র সংশোধনী ঃ

ক. যে কোন সদস্যের কাছ থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্ড়াব আসতে পারে।

খ. সংশোধনী প্রস্ড়াব স্টুডেন্ট কাউন্সিল অনুমোদন করলে উপাচার্যের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

গ. উপাচার্য সংশোধনী প্রস্ড়াব একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রস্ড়াব উত্থাপন করবেন এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ড় চূড়ান্ড় বলে বিবেচিত হবে।

ঘ. এই গঠনতন্ত্রে লিখিত ও অলিখিত কোন বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলে উপাচার্যের ব্যাখ্যা চূড়ান্ড় বলে বিবেচিত হবে।

১৬. শপথনামা ঃ

আমি শপথ করছি যে, স্টুডেন্ট কাউন্সিলের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সততা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান, মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকবো। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গোপনে ও প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতাকে নির"ৎসাহিত ও প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবো। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের জীবন থেকে একটি দিনও যাতে অযথা নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সদা তৎপর থাকবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ রক্ষার্থে সকলের সহযোগিতা নিতে সর্বদা সচেষ্ট থকবো। শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া শান্ড়িপূর্ণভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বদা যত্নশীল থাকবো।

স্বাক্ষরিত
(জনাব মো: জাবেদ হোসেন)
প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত), বিএসএস হল এবং
সহকারী অধ্যাপক, সিএসটিই বিভাগ
নোবিপ্রবি।

স্বাক্ষরিত
(জনাব মো: আলী রেজওয়ান তালুকদার)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) এবং
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
নোবিপ্রবি।

স্বাক্ষরিত
(জনাব মো: সাইফুল আলম)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
এসিসিটি বিভাগ, নোবিপ্রবি।